দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সাক্ষরতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী

নিরক্ষরতা দূর করতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত সামাজিক আন্দোলন শুরু করার জন্য গতকাল রোববার আহ্বান জানিয়েছেন। খবরবাসস'র।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য এই ব্যাপক আন্দোলনের সঙ্গে সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ এবং সকল সরকারি সংস্থাকে সম্পৃক্ত করা হবে। তিনি বলেন, এই ব্যাপারে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত এবং তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন উপলক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আয়োজিত এক আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন।

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'আগামী ১০ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ আবদুল্লাহ - আল-মুতী শরফুদ্দিন এই বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এছাড়া, আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সিদ্দিকুর রহমান এবং সাবেক সচিব ও উপদেষ্টা কাজি ফজলুর রহমান অংশ নেন।

প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব সৈয়দ আমির-উল-মুলক স্বাগত ভাষণ দেন এবং ঢাকায় ইউনেস্কোর আবাসিক প্রতিনিধি জানসার আলী খান আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের বাণী পাঠ করেশোনান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাক্ষরতা আন্দোলনকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে সর্বস্তরের জনগণ, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, জনগণের সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ অংশীদার হিসেবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা দেবে। প্রধানমন্ত্রী সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে জনগণকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এর গতিশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার মুখ্য গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষা বিস্তারের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় কর্তব্য এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে সংবিধানে শিক্ষাকে সংযুক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য কুষ্টিয়া জেলার আলমপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে পদক প্রদান করেন। এছাড়া, গণসাহায্য সংস্থা, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, লালমনিরহাট সঠিক সাক্ষরতা সমিতি এবং সিলেটের খাদিমগঞ্জের 'গ্রাম উন্নয়নের বন্ধুরা' প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করেন।